



31805 - কয়িমতরে দনি আমল ওজন করা ও আমলনামা বণ্টন করা

প্রশ্ন

কয়িমতরে দনি বান্দাদরে আমলনামা কীভাবে বণ্টন করা হব? তাদরে আমল কীভাবে ওজন করা হব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আমলনামা বণ্টন:

আমলরে ব্যাপারে বান্দাদরে হিসাব গ্রহণ করার পর প্রত্যকে বান্দাকে তার আমলনামা প্রদান করা হব; যখনে তার সকল আমল উল্লেখ থাকবে। মুমনিরে প্রতিসম্মান হিসাবে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হব। কয়িমতরে দনি সৈ মুক্তপ্রাপ্ত আনন্দতি হব। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8) وَنَقْلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا

“তখন যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হব তার হিসাব গ্রহণ সহজ করা হব এবং সৈ আনন্দরে সাথে তার পরিবার-পরিজনের কাছে ফরি যাবে।”[সূরা ইনশাকিক: ৭-৯]

আল্লাহ তাআলা সূরা হাক্কাতে বলেন:

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ مَقْرُوءَاتُ كِتَابِيهِ (19) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهِ (20) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (22) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

“যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হব সৈ (অন্যদেরকে) বলবে: “এই নাও আমার আমলনামা, পড়ে দেখে।” আমি জানতাম যে, আমাকে আমার হিসাবরে সম্মুখীন হতে হব। অতএব, সৈ সুখী জীবন যাপন করবে। উচ্চ (মর্যাদাপূর্ণ) জান্নাতে; যার ফলসমূহ থাকবে হাতরে কাছে (নিচু ডালে)। (জান্নাতীদরে বলা হব) বগিত দিনে তোমরা যা কিছু (সৎকাজ) করছে তার ফলস্বরূপ (এখানে) তৃপ্তি সহকারে খাও ও পান করো।”[সূরা হাক্কাহ: ১৯-২৪]

অন্যদিকে কাফরে, মুনাফকি এবং বিভিন্ন লোকদরে আমলনামা বাম হাতে পঠিরে পছেন থেকে দেওয়া হব। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (10) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (11) وَيَصْلَى سَعِيرًا

“আর যাকে তার আমলনামা পিঠিরে পছেন থেকে দেওয়া হবে সে ধ্বংসক (মৃত্যুক) ডাকবে এবং জ্বলন্ত আগুন (জাহান্নাম) প্রবশে করবে।” [সূরা ইনশাকিক: ১০-১২]

আল্লাহ আরো বলেন:

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهِ (25) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهِ (26) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (27) مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ (28) هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ (29) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ

“কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে সে বলবে: “হায়! (কত ভালো হত) যদি আমাকে আমার আমলনামা না দেওয়া হত! আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম! হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত! আমার সম্পদ আমার কোনেই কাজে আসল না। আমার ক্ষমতাও তো শেষ হয়ে গেল। (ফরেশেতাদেরকে বলা হবে) তাকে ধরো এবং তার গলায় বড়ি পরিয়ে দাও। তারপর তাকে (জাহান্নামের) জ্বলন্ত আগুন নিক্ষেপে করো। তারপর তাকে সত্তর গজ লম্বা একটি শিকলে বঁধে রাখো।” [সূরা হাক্কাহ: ২৫-৩২]

বান্দাদের হাতে আমলনামা দেওয়ার পর তাদেরকে বলা হবে:

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“এটা আমার (লিখে রাখা তোমাদের) আমলনামা। এটা তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে (অথবা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য সাক্ষ্য দবে)। তোমরা যা করত আমিতো তা লিখে রাখতাম।” [সূরা জাসিয়া: ২৯]

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

“(তাকে বলা হবে) তোমার কতিবটি পড়ো। আজ তোমার বিরুদ্ধে হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে তুমি নিজিই যথেষ্ট।” [সূরা ইসরা: ১৪]

মীযান (দাঁড়িপাল্লা):

বান্দাদের আমল ওজন করার জন্য দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। ইমাম কুরতুবী বলেন: ‘হিসাব গ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পর আমল ওজন করা হবে। কারণ ওজন করা হয় প্রতিদিন দেওয়ার জন্য। তাই হিসাব গ্রহণ করার পর ওজন করা হওয়া উচিত। যাহেতে হিসাব গ্রহণ করা হয় আমলের পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য। আর ওজন করা হয় আমলের নির্ণীত পরিমাণ প্রকাশ করার জন্য; যাতো করে সে অনুযায়ী প্রতিদিন দেওয়া যায়।’

শরয়ী দললিসমূহ প্রমাণ করে যে, মীযান তথা দাঁড়িপাল্লা একটি প্রকৃত দাঁড়িপাল্লা; যার দুইটি পাল্লা থাকবে। এর মাধ্যমে বান্দাদের আমলসমূহ ওজন করা হবে। এটি এত বশীল দাঁড়িপাল্লা যে, এর আকার আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আলমেদরে মাঝে এ নিয়ে মতভেদে আছে যে, মীযান কী একটি, যা দিয়ে সকল বান্দার আমল পরিমাপ করা হবে; নাকি একাধিক; তথা প্রত্যেকে ব্যক্তির জন্য নিজস্ব মীযান থাকবে। যাদের মতে মীযানের সংখ্যা একাধিক তারা দললি প্রদান করেন সসেব আয়াত দিয়ে যগুলোতে মীযান শব্দটি বহুবচনে বর্ণিত হয়েছে। এমন আয়াতের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তাআলা বাণী:

وَنَضْعُ الْمَوَازِينَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

“কয়ামতের দিন আমি ন্যায়বচিরের মীযানসমূহ স্থাপন করব। তাই কারো প্রতি কোনও অবচার করা হবে না। কারো যদি সরষির দানা পরিমাণও কাজ (আমল) থাকে, আমি তা উপস্থিতি করব। হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।”[সূরা আম্বিয়া: ৪৭]

যারা দাবী করে মীযান একটি তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী দিয়ে দলীল প্রদান করে। তিনি বলেন:

কয়ামতের দিন মীযান স্থাপন করা হবে। এই মীযানে যদি আসমান ও যমীন মাপা হত তাহলে সেগুলোর জন্যও এই মীযান প্রশস্ত হত। ফরেশেতারা বলবে: ‘ইয়া রব! এতে কাদেরকে ওজন করা হবে?’ আল্লাহ তাআলা বলবেন: আমার সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে আমার যাকে ইচ্ছা হয়...।[সলিসলিহ সহহি (৯৪১)] যে আয়াতে মীযানের উল্লেখ বহুবচনে এসেছে সেখানে তারা একাধিক মীযানকে ওজনকৃত জনিসিরে বিভিন্নতা যমেন আমল, কথাবার্তা, আমলনামার খাতা ও আমলকারী দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন। তারা বলেন: এখানে ওজনকৃত বস্তুসমূহের বহুবচন উল্লেখ করা হয়েছে।

কথাবার্তা যে ওজন করা হবে তার প্রমাণ হচ্ছে: আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “এমন দুটি কালমি (বাক্য) রয়েছে যা জহ্বা দিয়ে উচ্চারণে হালকা, মীযানে ভারী এবং আর-রহমানের (দয়াময়ের) কাছে অতি প্রিয়। কালমি দুটি হচ্ছে:

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

(সুবহানাল্লাহলি আযীম, সুবহানাল্লাহি ওয়া-বহিমদহী। অর্থাৎ আমি মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি আল্লাহর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি)।”[হাদীসটি বুখারী (৬৪০৬) বর্ণনা করেন]

আমল যে ওজন করা হবে এর প্রমাণ হচ্ছে: আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বশিদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছি: “সচ্চরতির দাঁড়িপাল্লায় সর্বাধিক ভারী হবে। অবশ্যই সচ্চরতিরবান ব্যক্তির সদাচার দ্বারা রযোদার ও নামাযীর পর্যায়ে পৌঁছে যায়।”[হাদীসটি সহীহ। সুনানুত তারিমযী (১৬২৯)]

আমলনামার খাতা যে ওজন করা হবে এর প্রমাণ হচ্ছে: কার্ডের হাদীস। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামাত দবিসে আমার উম্মতের একজনকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে আলাদা করে উপস্থিতি করবেন। তিনি তার সামনে নরিনব্বইটি আমলনামার খাতা খুলে ধরবেন। প্রতিটি খাতা দুষ্টির সীমা পর্যন্ত বসিত হবে। তারপর তিনি প্রশ্ন করবেন, তুমি কি এগুলো হতে কোন একটি (গুনাহ)-কে অস্বীকার করো? আমার লেখক ফরেশেতার কিতোমার উপর যুলুম করেছে? সবে বলবে: না; হে আমার প্রভু! তিনি আবার প্রশ্ন করবেন: তোমার কোন ওজর আছে কি? সবে বলবে: না; হে আমার প্রভু! তিনি বলবেন: আমার কাছে তোমার একটি নিকে আমল আছে। আজ তোমার উপর কোনও যুলুম করা হবে না। তখন একটি কার্ড বের করা হবে। সেই কার্ডে লেখা থাকবে: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য সত্য নয় এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল)। তিনি তাকে বলবেন: তোমার আমল ওজনে হাজরি হও। সবে বলবে: হে আমার প্রভু! এতগুলো রেজিস্ট্রি খাতার বপিরীতে এই সামান্য কার্ডের কী আর ওজন হবে? তিনি বলবেন: তোমার উপর কোন যুলুম করা হবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: তারপর খাতাগুলো এক পাল্লায় রাখা হবে এবং উক্ত কার্ডটি আরকে পাল্লায় রাখা হবে। ওজনে খাতাগুলোর পাল্লা হালকা হবে এবং কার্ডের পাল্লা ভারী হবে। আর আল্লাহর নামের বপিরীতে কোনও কিছুই ভারী হতে পারে না।” [হাদীসটি সহীহ। সুনানুত তরিমযী (২১২৭)]

আমলকারী ব্যক্তিকে যে ওজন করা হবে এর দলীল হচ্ছে: আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “কিয়ামতের দিন একজন মটো ব্যক্তি আসবে; কিন্তু সবে আল্লাহর কাছে মশার পাখার সমানও ওজন হবে না। তিনি বলেন: তোমরা এই আয়াতটি তলোওয়াত করো: **فَلَا تَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ** (আমরা কিয়ামতের দিন তাদের জন্য কোনও ওজন রাখব না)। [হাদীসটি বুখারী (৪৭২৯) বর্ণনা করেন]

অন্য আরকেটি দলীল হলো: ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আরাক গাছ থেকে মসিওয়াক সংগ্রহ করছিলেন। তার পা দুটি খুবই সরু ছিল। বাতাস পা দুটিকে হেলিয়ে দিচ্ছিল। এই দৃশ্য দেখে লোকজন তাকে নিয়ে হাসাহাসি করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “তোমরা কী দেখেছে হাসছ?” তারা বলল: হে আল্লাহর নবী! তার সরু পা দুটি দেখে। তিনি বললেন: “যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, তার পা দুটি দাঁড়িপাল্লায় উহুদ পাহাড়ের চেয়ে ভারী হবে।” [শাইখ আলবানী শারহুত তবহাবিয়াতে হাদীসটির সনদ হাসান বলে গণ্য করছেন, হাদীস নং ৫৭১, পৃষ্ঠা নং ৪১৮]

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের দাঁড়িপাল্লাগুলো ভারী করে দেন।

আল্লাহ তা‘আলাই সর্বজ্ঞঃ।